যুগান্তর

তারিখ 18 MAY 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় মহিলা শিক্ষক নিয়োগে নতুন নীতিমালা হচ্ছে

মহানগর ও পৌর এলাকায় থাকবে ৪০ অন্য এলাকায় ২০ ভাগ

মুসতাক আহমদ

দেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন নীতিমালা জারি করছে সরকার। এখন থেকে শহরাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩০ নয়, মোট সংখ্যার ৪০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। পিছিয়ে পড়া এলাকা হিসেবে চিহ্নিত দেশের ১৭ উপজেলা এবং সিলেট ও ঢাকা বিভাগসহ তিন পার্বত্য জেলার জেলা ও পৌর এলাকা বাদে অন্যান্য অঞ্চলে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া দেশের অন্যত্র সব স্থানে নিয়োগ দিতে হবে ২০ ভাগ মহিলা শিক্ষক। তবে এক্ষেত্রে পরপর দু'বার বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পরও মহিলা শিক্ষক না পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট পদে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নতুন এই নীতিমালার মেয়াদ দেড় বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে আগের নিয়মেই ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। নতুন আইনে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহ-প্রধান নিয়োগে মহিলা কোটা পূরণের শর্তও তুলে দেয়া হয়েছে। শিক্ষক নেতারা জানিয়েছেন, এই নতুন নীতির ফলে কমপক্ষে ১০ হাজার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক

নীতিমালা : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

নীতিমালা : মহিলা শিক্ষক

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সংকট দূর করার পথ উন্মুক্ত হল। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতৃত্বহীনতাও দূর হবে। কেননা আইনের বেড়াজালে পড়ে বর্তমানে কয়েক হাজার প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, উপাধ্যক্ষ ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যায়নি।

১৯৯৯ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষকতায় মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সবধরনের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের আইন জারি করে। যদিও বিশ্বব্যাংকসহ দাতাদের চাপে তখন এই আইনটি জারি করা হয়েছিল, কিন্তু সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া বিষয়টি বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়। নতুন ওই আইন করার পেছনে আরও যুক্তি দেয়া হয়েছিল, নারীরা সাধারণত বেশি ধৈর্যশীল হয়ে থাকেন। শিক্ষকতার মতো পেশায় তাদের অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ বেশি থাকলে তা সার্বিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপকার হবে। তাছাড়া ঘুষ, সামাজিক কুসংস্কার ও চাপ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি নানা অশুভ মনোভাবের কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও মহিলা শিক্ষক নিয়োগে নিরুৎসাহিত ছিল। এই অংশকে উৎসাহিত করাও ছিল তৎকালীন আইনের লক্ষ্য।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ওই আইন জারির পর প্রার্থী অভাবসহ নানা কারণে শিক্ষকসংক্রান্ত বিশেষ সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার প্রতিষ্ঠানে বিরাজ করছে শিক্ষক সংকট। এ অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষের দিকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এর আগে জোট সরকারের আমলে বিষয়টি শিথিল করে আরও দু'বার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। প্রার্থী সংকট রয়েই যায়।

এ অবস্থায় মহাজোট সরকার ক্ষমতাসীন হলে সাংসদদের দ্বারস্থ হন শিক্ষকসহ শিক্ষক নেতারা। জানা যায়, সাংসদদের দাবি ও চাপের মুখে সংসদীয় কমিটি ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে যৌক্তিক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করে। ওই সুপারিশেরই বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, আজকালের মধ্যেই জারি হবে প্রজ্ঞাপন। এতে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং কারিগরি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মোট তিন ধরনের নির্দেশনা রয়েছে। দেশের মহানগর ও পৌর এলাকায় ৪০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। এসব এলাকায় কিছুতেই মহিলা শিক্ষকের স্থলে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে না। আর দুর্গম এবং পিছিয়ে পড়া এলাকা ছাড়া অন্যত্র এই হার হবে ২০ ভাগ।

প্রজ্ঞাপনে দুর্গম এলাকা হিসেবে তিন পার্বত্য জেলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এই তিন জেলার জেলা শহর এবং পৌর এলাকায় এবং পিছিয়ে জেলা হিসেবে চিহ্নিত জেলাগুলোরও জেলা-পৌর এলাকায় সাধারণ নিয়ম (২০ ভাগ) মানতে হবে। পিছিয়ে পড়া এলাকার মধ্যে সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনার জেলা ও পৌর এলাকা বাদে অন্য সব এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর সঙ্গে আরও ১৭টি উপজেলাও দুর্গম উপজেলার মধ্যে পড়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে— ভোলার মনপুরা, চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ, কুমিল্লার মেঘনা, কক্সবাজারের কুতুবদিয়া, মহেশখালী, নোয়াখালীর হাতিয়া, গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া, মানিকগঞ্জের দৌলতপুর, ময়মনসিংহের ধোবাউড়া, বাগেরহাটের শরনখোলা, খুলনার দাকোপ, কয়রা, সাতক্ষীরার শ্যামনগর, কুড়িগ্রামের রাজিবপুর, রৌমারী, নওগাঁর আত্রাই এবং সিরাজগঞ্জের চৌহালী। এসব এলাকায় মহিলা শিক্ষক নিয়োগের নীতির ২০ বা ৪০ ভাগ— কোনটিই মানতে হবে না।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এই আইন লংঘন করলে প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের স্বীকৃতি মিলবে না ও অনুমোদন পাবে না। এমপিও (বেতনের সরকারি অনুদান) লাভের তো প্রশ্নই ওঠে না। আর যেসব প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে এমপিও লাভ করেছে, তারা নিয়োগকৃত শিক্ষকের এমপিও পাবে না। বরং আরও কঠোর শাস্তিও পেতে হতে পারে।

নতুন আইন অনুযায়ী মহিলা শিক্ষক না পাওয়ার ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণে সুযোগ রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'পুরুষ প্রার্থীদের আবেদনের প্রয়োজন নেই' লিখে পরপর দু'বার বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। তারপরও কাঙ্ক্ষিত প্রার্থী না মিললে তৃতীয়বার উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাবে। আর নিয়োগ প্রক্রিয়া অনধিক তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। নিয়োগ সম্পন্নে ১৫ দিনের মধ্যে সরকারি সংশ্লিষ্ট দফতরে ডকুমেন্টসহ তথ্য অবহিত করতে হবে।